بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৩শে আগষ্ট, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় জার্মান জলসা উপলক্ষ্যে জলসা সালানার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, জলসার কর্মী ও যোগদানকারীদের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এক বিশেষ দোয়ার তাহরীক করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্ আজ **জার্মানির বার্ষিক জলসা** শুরু হচ্ছে। জার্মান জামা'ত আমাকে সেখানে উপস্থিত দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু মানবীয় দুর্বলতার কারণে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী শেষ মুহূর্তে সফর বাতিল করতে হয়েছে। তবে এখান থেকেই আমি এমটিএ'র মাধ্যমে বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করব এবং জলসায় অংশগ্রহণকারীদের সম্বোধন করব। এটিও আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপা যে, তিনি এ যুগে বিভিন্ন আবিষ্কারের মাঝে যোগাযোগের এরূপ প্রযুক্তি আমাদেরকে দান করেছেন। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা এ জলসাকে সবদিক থেকে কল্যাণমন্ডিত করুন।

এবার জলসা সালানা পূর্ব প্রস্তুতকৃত হলের পরিবর্তে খোলা মাঠে আয়োজন করা হয়েছে। এ কারণে জলসার প্রস্তুতির জন্য ব্যবস্থাপকদের অধিক পরিশ্রম করতে হবে এবং অতিথি ও কর্মী উভয়কে নতুন নতুন অনেক সমস্যার সম্মুখিন হতে হবে। কিন্তু এগুলো মানিয়ে নিতে হবে এবং জলসার উদ্দেশ্য পূরণের প্রতি জলসায় অংশগ্রহণকারীদের পূর্ণ মনোযোগী হতে হবে। ধীরে ধীরে এ ব্যবস্থাপনা ভালো হয়ে যাবে। কর্মীরা যদি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে এবং জলসায় যোগদানকারী প্রত্যেকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করে তাহলে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

আমি সমস্ত স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, অতিথিদের আপ্যায়নের ক্ষেত্রে আপনারা যথাসাধ্য সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করুন। উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন করুন, হাসিমুখে অতিথিদের সাথে সাক্ষাত করুন আর দোয়া করতে থাকুন। এছাড়া এ প্রেরণার সাথে কাজ করুন যে, আমাদেরকে **হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আহ্বানে আগত অতিথিদের সেবা করতে হবে এবং পরিস্থিতি যাই হোক না কেন নিজেদের উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন করে সেবা করে যেতে হবে।** অনুরূপভাবে অতিথিরাও জলসার উদ্দেশ্যকে স্মরণ রাখুন এবং কষ্ট সহ্য করে হলেও জলসার এ বিষয়টিকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখুন।

এটি আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড় এক পুরষ্কার যে, তিনি আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে বছরে একবার একত্রিত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য, নিজেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উপকরণ এবং তাকওয়ার মানে উন্নতি লাভের ব্যবস্থা করেছেন। এ তিন দিন আপনারা এ নিয়্যতে অতিবাহিত করুন যে, আমরা উন্নত চরিত্র অবলম্বন করব এবং পারস্পরিক অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে উন্নত মান অর্জন করব। হুযূর (আই.) বলেন, **পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্কের মান উন্নত করুন, বাকবিতন্ডা দূর করুন, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করুন এবং সব ধরণের বৃথা কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করুন।**

এগুলো হলো সেসব বিষয় যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের নিকট প্রত্যাশা করেছেন আর যা আল্লাহ্ তা'লার নিকট পছন্দনীয়। এজন্যই তিনি আমাদেরকে আশরাফুল

মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা বলে আখ্যা দিয়েছেন। জলসায় আগত প্রত্যেক আহমদীর উচিত এসব বিষয়কে দৃষ্টিপটে রাখা। অতএব এসব বিষয় অর্জনের জন্য চেষ্টা করা না হলে জলসায় আগমনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না আর জলসায় অংশগ্রহণ করেও কোনো লাভ নেই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **বর্তমান যুগের পীরযাদাদের ন্যায় কেবলমাত্র বাহ্যিক চাকচিক্য প্রদর্শনের জন্য আমার অনুসারীদের আমি কখনোই একত্রিত করতে চাই না, বরং সেই চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি তা হলো, মানবজাতির সংশোধন, অর্থাৎ সেই মৌলিক নীতি ও উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে আমি এ জলসার আয়োজন করেছি।** জলসায় অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও যদি আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপিত না হয় এবং চরিত্রিক উন্নতি সাধিত না হয় তাহলে জলসা অংশগ্রহণ করা এমন লোকদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **এ জামা'ত প্রতিষ্ঠা করার পেছনে খোদা তা'লার যে উদ্দেশ্যটি ছিল তা হলো, সেই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান যা ধরাপৃষ্ঠ থেকে হারিয়ে গেছে এবং সেই প্রকৃত তাকওয়া ও পবিত্রতা যা এ যুগে বিলুপ্ত প্রায় তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।** তিনি (আ.) আরো বলেন, **হে লোকসকল তোমরা যারা আমার জামা'তর্ভূক্ত বলে মনে করো ঊর্ধ্বলোকে তোমরা তখনই জামা'তর্ভূক্ত বলে গণ্য হবে যখন তোমরা তাকওয়ার পথে পরিচালিত হবে।** হুযূর (আই.) বলেন, আপনাদের জলসায় অংশগ্রহণের অর্থ হলো, আপনারা তাকওয়ার মানকে উন্নত করবেন। কারো সন্তান অসুস্থ হলে সে যেখানেই থাকুক না কেন তার সন্তানের চিন্তাই সে করতে থাকে। অনুরূপভাবে আমরা যেখানেই থাকি না কেন আমাদের উচিত সর্বদা খোদা তা'লাকে স্মরণ করতে থাকা।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) জলসা সালানা এবং যিকরে এলাহীর বরাতে বলেন, যেহেতু এ জলসা আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম আর এ জলসায় অংশগ্রহণের একটি উদ্দেশ্য হলো, আধ্যাত্মিকতা অর্জন। আর এর বড় একটি মাধ্যম হলো, ইবাদত ও যিকরে এলাহী। যিকরে এলাহীর ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **তোমরা যদি যিকরে এলাহী তথা আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ কর তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের স্মরণ করবেন।** অতএব সৌভাগ্যবান সে যাকে তার প্রভু স্মরণ করেন। তাই এ দিনগুলোতে যিকরে এলাহী ও ইবাদতের প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া উচিত।

হুযূর (আই.) বলেন, এ প্রেক্ষাপটে আমি এখানে একটি তাহরীক করতে চাই। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর একটি সত্য—স্বপ্ন ছিল যেখানে কোনো এক বুযূর্গ তাকে বলেন, জামা'তের প্রত্যেক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যদি ২০০ বার, ১৫-২৫ বছরের যুবকেরা ১০০ বার, কিশোররা কমপক্ষে ৩৩ বার **সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামাদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলি মুহাম্মাদ** পাঠ করে এবং ছোট শিশুদেরকে তাদের পিতামাতা যেন দৈনিক ৩-৪ বার পাঠ করায়। পাশাপাশি ১০০ বার **এস্তেগফার (আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যাম্বিও ওয়া আতুবু ইলাইহি)** পাঠ করে। অনুরূপভাবে আমি এর সাথে যুক্ত করতে চাই, ১০০ বার **রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্ফাযনী ওয়ানসুরনী ওয়ার হামনী** দোয়াটি (তোমরা) বিশেষভাবে এ দিনগুলোতে আর সাধারণভাবে সর্বাবস্থায় পাঠ করো তাহলে তোমরা এমন এক নিরাপদ দুর্গে সুরক্ষিত থাকবে যেখানে কখনো শয়তান প্রবেশ করতে পারে না আর যার দেয়াল লৌহ নির্মিত ও গগনচুম্বী। সুতরাং তাতে এমন কোনো ছিদ্র থাকবে না যেখান দিয়ে

শয়তান আক্রমণ করতে পারে। এ দিনগুলোতে যখন শয়তান সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের ওপর আক্রমণের পায়তারা করছে; বিশেষ করে জামা'তের ওপর আর সামগ্রিকভাবে বিশ্বব্যাপী— এ থেকে সুরক্ষিত থাকার একটিই উপায় আর তা হলো, বিশেষভাবে দোয়ার প্রতি মনোযোগ দিন। শুধু জলসার দিনগুলোতেই নয়, বরং সব সময় এ দরূদ শরীফ এবং যিকরে এলাহী মনে মনে পাঠ করাকে নিজেদের জীবনের অংশ বানিয়ে নিন আর এ বিষয়ে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলের দৃষ্টি দেয়া উচিত।

আরেকটি বিষয় হলো, এখানে অনেক জ্ঞানগর্ভ এবং তরবিয়তমূলক বক্তৃতা হবে। সেগুলো শুনুন এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন, হে খোদা! আমরা নেক নিয়্যতে তোমার মসীহ্‌র আহ্বানে এখানে উপস্থিত হয়েছি, কিন্তু আমরা স্বীয় শক্তিবলে নিজেদের সংশোধন করতে পারব না, তাই তুমি সাহায্য না করলে আমরা তোমার ইবাদতের প্রকৃত মান অর্জন করতে পারব না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসায় আগমনকারীদের অন্য যে উদ্দেশ্যটি বর্ণনা করেছেন তা হলো, তারা যেন পরস্পরের মাঝে পরিচিতির গণ্ডি বৃদ্ধি করে, অর্থাৎ পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। হুযূর (আই.) বলেন, পূর্বে কোনো ধরণের মনমালিন্য থাকলে তা দূর করার সর্বাত্মক চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য বৃথা কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকুন। হুযূর (আ.) বলেন, আপনাদের চরিত্র উন্নত হলে আগত অতিথিরা ভালো প্রভাব নিয়ে ফিরে যাবে। এভাবে উন্নত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ এক নীরব তবলীগের কাজ করে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের জন্য কতটা ব্যথা ও ব্যাকুলতা নিয়ে দোয়া করেন তার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। তিনি (আ.) বলেন, **আমি দোয়া করছি আর শেষ নিঃশ্বাষ পর্যন্ত দোয়া করতে থাকব আর সে দোয়াটি হলো, খোদা তা'লা আমার জামা'তের সদস্যদের হৃদয়কে পবিত্র করে দিন এবং স্বীয় কৃপার হাত প্রশস্ত করে তাদের হৃদয়কে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং সমস্ত মন্দকর্ম ও বিদ্বেষ তাদের হৃদয় থেকে দূরীভূত করে দিন এবং পরস্পরের মাঝে সত্যিকারের ভালোবাসা দান করুন।**

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, জলসার দিনগুলোতে নিরাপত্তা কর্মী এবং প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীও নিজেদের চারপাশে লক্ষ্য রাখুন। বর্তমানে যেরূপ পরিস্থিতি বিরাজ করছে তাতে যে কোনো ব্যক্তি এ সুযোগে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাইবে। আল্লাহ্ তা'লা করুন এ জলসা সবদিক থেকে কল্যাণমন্ডিত হোক। পৃথিবীর সার্বিক অবস্থার জন্য দোয়া করুন। নিজেদের দেশের জন্য অনেক দোয়া করুন। আমরা যখন নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'লার বিভিন্ন নির্দেশ, ইসলামি শিক্ষা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশনা এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপদেশসমূহের ওপর আমল করব তখন নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া শুনবেন এবং বিশ্ববাসীর জন্য আমরা পথপ্রদর্শনের কাণ্ডারী হতে পারব। আল্লাহ্ তা'লা এ তিন দিন এবং সর্বাবস্থায় আপনাদেরকে নিজ সুরক্ষার চাঁদরে আবৃত রাখুন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)